



আপনি কি জানেন

- মহিলাদের সম্মতি ছাড়া করা যে কোন যৌন ক্রিয়া হল বলাৎকার।
- যৌন উৎপীড়নের অভিযোগকে নথীভুক্ত করতে বিফল হলে সম্বন্ধিত অধিকারীর কারাবাস হতে পারে!!
- ধাওয়া করা, দর্শনরতি আর মৌখিক যৌন হামলা করলেও কারাবাস হতে পারে!!!



একে সম্ভবপর করেছে

- কংগ্রেস পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে মহিলাদের সুরক্ষা আর সম্মান অনুল্লঙ্ঘনীয় বিচার।
- কংগ্রেস পার্টি এই বিষয়ে খুব চিন্তিত যে দেশে নির্বিচারে যৌন হামলা হচ্ছে।
- মহিলাদের সশক্তীকরণের জন্যে কংগ্রেস পার্টির প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা।



CONGRESS



আমরা মহিলাদের ওপর অকথনীয় কষ্টদায়ী নিকৃষ্ট সামাজিক চিন্তাভাবনাকে বরদাস্ত করতে পারি না। কংগ্রেস পার্টি মহিলাদের পূর্ণ সশক্তিকরণের আন্দোলনে সবার আগে রয়েছে। আমরা এই অভিযান জারী রাখব। আমাদের দেশের প্রত্যেক মহিলা আর বালিকাকে সুরক্ষিত আর সংরক্ষিত অনুভব করার আর সব রকম ভাবে পূর্ণ সমানতার অধিকার আছে।”



- সোনিয়া গান্ধী

অপরাধী আইন (সংশোধন) আইন, 2013

- মহিলাদের সম্মতি ছাড়া যে কোন যৌন ক্রিয়া এখন আইনগত ভাবে বলাৎকার হিসাবে মনে করা হবে।
- যৌন অপরাধ নথীভুক্ত করতে অসম্মত যে কোন সরকারী অধিকারীর দু বছরের কারাবাস হবে আর তার ওপর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- যৌন পীড়িতের উপচার করতে অসম্মত হাসপাতাল কর্মচারীর এক বছরের জেল আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- যৌন হামলাকারীর ওপর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এতে शामिल আছে :

1. অ্যাসিড ফেলা : পাঁচ থেকে দশ বছরের কারাবাস (পীড়িতকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ)।
2. বলাৎকার : ক্ষতিপূরণ সহ কমপক্ষে সাত বছরের কারাবাস (অধিকতম আজীবন কারাবাস পর্যন্ত)।
3. সামূহিক বলাৎকার : দশ বছর (অথবা আজীবন) কারাবাস।
4. অধিকারসম্পন্ন লোক দ্বারা বলাৎকার : পাঁচ থেকে দশ বছরের কারাবাস (অথবা আজীবন কারাবাস)।
5. ডিভোর্স হওয়া স্ত্রীকে বলাৎকার : দুই থেকে সাত বছরের কারাবাস হতে পারে।
6. বলাৎকার পীড়িতার মৃত্যু : কমপক্ষে 20 বছরের জেল (অথবা আজীবন কারাবাস অথবা মৃত্যুদণ্ড)।
7. কোন মহিলাকে ধওয়া করা, বিবস্ত্র করা, দর্শনরতি আর যে কোন ধরণের যৌন উৎপীড়নের জন্যেও জেল হতে পারে।
8. মৌখিক যৌন হামলার জন্যেও এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

মহিলাদের কেনা-বেচা করা, তাদের শ্রমের দোহন করা অথবা তাদের অঙ্গের ব্যবসা করার সময় ধৃত ব্যক্তির সাত থেকে দশ বছরের জেল হতে পারে।



CONGRESS